بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৩ ডিসেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো ফিনল্যান্ডের ওয়াকফে নও

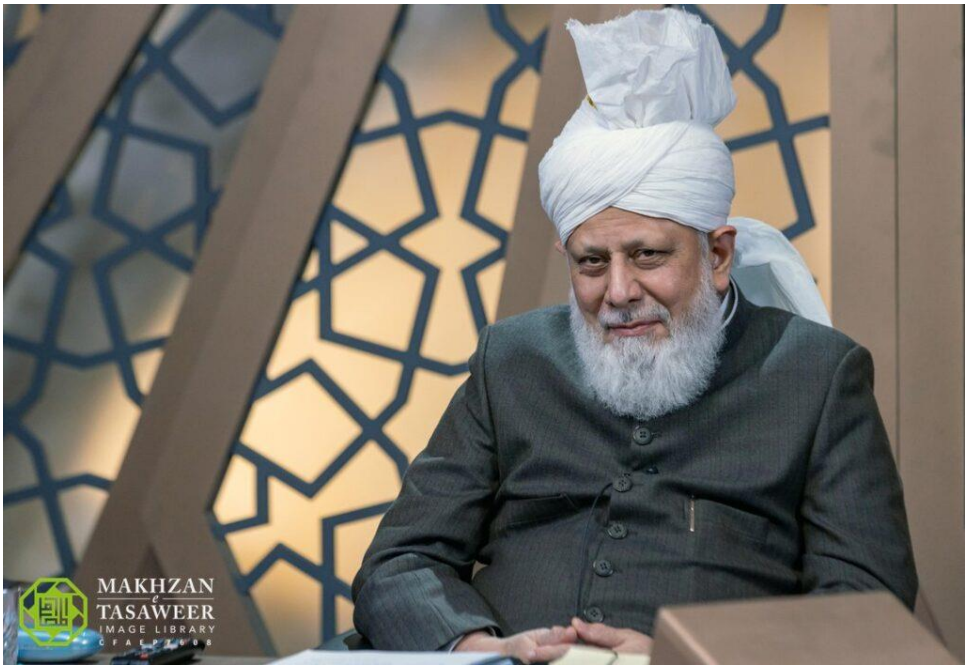

"ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে অন্যকে জোর করার অধিকার কারো নেই। যার অন্তর ইসলামের দিকে ঝুঁকবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসবেন।"
— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৮ ডিসেম্বর ২০২১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার এবং সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন ফিনল্যান্ডের ১০ বছরের উর্ধ্বের ওয়াকফে নও স্কীমের সদস্যবৃন্দ।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ওয়াকফে নও-এর সদস্যগণ ভার্চুয়ালি এই সভায় যোগদান করেন ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিতে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মিশন হাউস থেকে।

পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হওয়া একটি আনুষ্ঠানিক পর্বের পর অংশগ্রহণকারীগণ হুযূর আকদাসকে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াবলী সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন স্কুলের অমুসলমান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করা উচিত।

প্রশ্নটির উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন যে, তাদের প্রকৃত বন্ধু হওয়া এবং নিজের উত্তম বৈশিষ্ট্যের নমুনা স্থাপন করা উচিত। হুযূর আকদাস বলেন এটি বাধাসমূহ দূর করবে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরার পথ উন্মুক্ত করবে।

হুযূর আকদাস বলেন যে, অমুসলমানদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার সময় আহমদী মুসলমানদের নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষা ও রীতিনীতিসমূহ কখনোই পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তুমি যদি তোমার বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে থাকো এবং তাদের সঙ্গে থাকাকালীন নামাযের সময় হয়ে যায় তখন তোমার বন্ধুকে বলো যে, তোমার ইবাদতের সময় হয়েছে এবং জিজ্ঞাসা করো কোনো জায়গা আছে কিনা, যেখানে তুমি নামায আদায় করতে পারো। অধিকন্তু তাদের সঙ্গে তোমার ভালো বিষয় নিয়ে আন্তরিকভাবে কথা বলা উচিত। যদি কেউ কর্কশ কিংবা ভুলভাবে কথা বলে, তাদেরকে বলো যে, তুমি এরকম কথা পছন্দ করো না এবং তাদের ভালো বিষয় নিয়ে এবং সেই সব বিষয় নিয়ে কথা বলা উচিত যেগুলো তোমাদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) পরবর্তীতে বলেন:

"তুমি যদি অন্যদের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দয়ার্দ্রতা, শ্রদ্ধাবোধ এবং উন্নত নৈতিক গুণাবলী অবলম্বন করো তাহলে তারা তোমার নিকটবর্তী হবেন এবং ইসলামের প্রতিও আগ্রহী হবেন। তারা এ সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করবেন এবং কথা বলবেন। এভাবে তবলীগের [প্রচার] পথও উন্মুক্ত হবে। এমনকি কম বয়সে শিশুরাও তাদের ভালো ব্যবহার ও কথাবার্তার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। ... অতএব, কেবল ভিন্ন সংস্কৃতির জন্য নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা ভুল। তুমি এই দেশে বসবাস করছো এবং তোমার চারিপাশে বসবাসকারী মানুষের কিছু দিক প্রকৃতই ইতিবাচক। সেসব বিষয় অবলম্বনের মাঝে কোনো ক্ষতি নেই। তবে, তুমি অবশ্যই নেতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করবে না।"

অপর একজন ওয়াকফে নও সদস্য হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞেস করেন যে, তারা কীভাবে উত্তর দিবেন যখন তারা প্রশ্ন করেন যে, যদি ইসলাম শান্তির ধর্ম হয়েই থাকে তবে মুসলিম দেশসমূহে কেন এত অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা যেখানে ফিনল্যান্ডের মত দেশসমূহ শান্তিপূর্ণ।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি তাদের বৈধ যুক্তি ... আর তাই, তাদের বলো যে, তুমি তাদের সঙ্গে [ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণী সম্পর্কে] এই জন্য কথা বলছো যে, ইসলাম শান্তিপূর্ণ ধর্ম কিনা এ সম্পর্কে যদি তাদের কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে থাকে, তা যেন দূর করা যায়। তাদেরকে বলো যে, তাদেরকে মুসলমান বানানোর জন্য তুমি এগুলো বলছো না। একজনের মুসলমান হওয়া অথবা ধর্ম পরিবর্তন করা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়।"

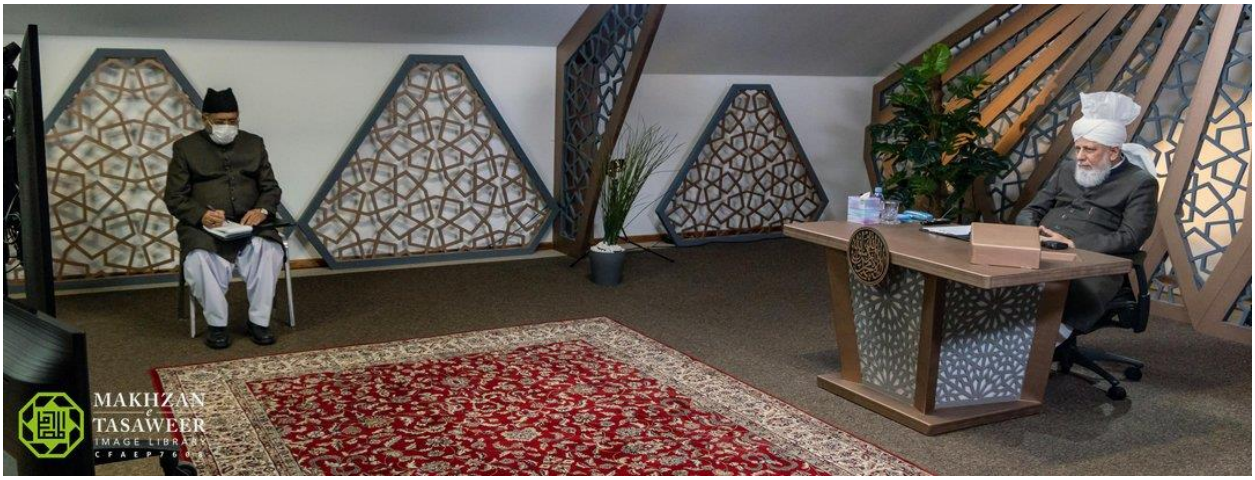

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তুমি তাদের অবশ্যই বলতে পারো যে, তারা ভাবতে পারেন যে ইসলাম একটি জবরদস্তিমূলক ও চরমপন্থী ধর্ম এবং এই কারণেই তুমি তাদেরকে বলছো যে, এটি ইসলামের প্রকৃত রূপ নয়। তাদেরকে জানাও যে, এটিই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এমন কোন উদ্দেশ্য তোমার মাঝে নেই যে, তুমি তাদেরকে মুসলমান হতে বলবে। ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে অন্যকে জোর করার অধিকার কারো নেই। যার অন্তর ইসলামের দিকে ঝুঁকবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসবেন।"

একজন অংশগ্রহণকারী প্রশ্ন করেন কীভাবে তারা উত্তর দিতে পারেন যখন তাদের বন্ধুরা এই যুক্তি প্রদর্শন করে যে, খোদাকে বিশ্বাস করে তাদের আর পাওয়ার কিছু নেই বরং জীবনের সকল সুযোগ-সুবিধাই তাদের বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তাদেরকে বলো যে, এই জীবন ক্ষণস্থায়ী আবাস ছাড়া কিছুই না। চিরস্থায়ী জীবনেরও অস্তিত্ব রয়েছে এবং পরকালের ঐ জীবনে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ওপর বিশ্বাস আনয়নকারীদের পুরস্কৃত করবেন। কার্যত, এমনকি এই জীবনেও যারা মহান আল্লাহ্ তা'লাকে বিশ্বাস করেন, তাঁর অধিকারসমূহ প্রদান করেন এবং তাঁর ইবাদত করেন, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন। এমনকি এই জীবনেও যারা মহান আল্লাহ্ তা'লাকে বিশ্বাস করেন তাদের সঙ্গে যারা অবিশ্বাসী তাদের থেকে ভিন্ন ভাবে আচরণ করেন। সুতরাং, আমরা খোদায় বিশ্বাস করি এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখি এটি একমাত্র জীবন নয় এবং এরপর আরেকটি জীবন আসতে যাচ্ছে। এটি হচ্ছে সেই শিক্ষা যা প্রতিটি ধর্ম শিখিয়েছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"তুমি খেয়াল করে দেখবে যে, প্রতিটি ধর্মই একই শিক্ষা নিয়ে এসেছে; আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস, উন্নত নৈতিক গুণাবলী প্রদর্শন করা, পরস্পরের খেয়াল রাখা। এটি সত্য যে ধর্মের আবির্ভাবের পর, তাদের অনুগামীরা ধর্মীয় শিক্ষাকে বিকৃত করেছে। কিন্তু, মৌলিক শিক্ষা একই। নাস্তিকেরাও স্বীকার করে যে, মৌলিক নৈতিক শিক্ষাসমূহ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমেই এসেছে। ... অতএব আমাদের আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান আনা, তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করা এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করা উচিত।"

একজন তরুণী হুযূর আকদাসকে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ের কোনো স্মৃতি তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন।

১৯৭৪ সালে যখন পাকিস্তানে আহমদী মুসলমানদেরকে অমুসলমান আখ্যায়িত করে আইন জারি করা হয় এবং আহমদীদের উপর কঠিন পরিস্থিতি নেমে আসে তখন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ের কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“১৯৭৪ সালে যখন চরমপন্থীদের দ্বারা আহমদীদের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়, তখন আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। তারা আমাদের কামরা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে সেগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে। তারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে বাধা দিতো এবং কিছু আহমদী ছাত্রদের প্রহারও করেছিল। আমরা এমনসব অবিচারের শিকার হই। অন্যথায়, আমরা আহমদী মুসলমান হিসেবে একত্রে থাকতাম এবং এটি খুব সুন্দর একটি পরিবেশ ছিল। আমরা একত্রে নামায পড়তাম এবং পরস্পরের বন্ধু হিসেবে থাকতাম।”